ফাইণ্ডিং লিমো

আহমেদ সাবের

ডিসেম্বর মাস। অফিসে খ্রীষ্টমাসের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। কেউ কেউ দেশের বাইরে যাবে। কেউ কেউ সময়টা এখানেই কাটাবে আত্মীয়-স্বজনের কিংবা বন্ধু-বান্ধবের সাথে।

হাবিব, তোমার প্রোগ্রাম কি? কোথাও যাচ্ছ নাকি খ্রীষ্টমাসে?

টি রুমে কফি বানাচ্ছিলাম। সাইমনের প্রশ্নে দেশের কথা মনে পড়ে, মনটা খারাপ হয়ে গেলো। গত বছর এ সময় বাংলাদেশে ছিলাম। ইচ্ছা থাকলেও, প্রতি বছর তো আর দেশে যেতে পারি না। আসা যাওয়ার প্লেনের টিকেটের বিরাট খরচের ব্যাপার আছে। তাই দু-তিন বছর পর পর দেশে যাওয়া হয়।

খ্রীষ্টমাসের সময় কাজকর্ম তেমন হয় না বলে পুরো ডিপার্টমেন্টেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সাপ্তাহ খানেকের জন্য। জরুরী কাজের জন্য দু-চার জনকে শুধু কাজে আসতে হয়। খ্রীষ্টমাসের ছুটির সাথে দু-এক দিন যোগ করলে নয় দিনের ছুটি হয়ে যায়। ইচ্ছে করলে সে সময়টায় বন্ধু-বান্ধব মিলে কোথাও বেড়িয়ে আসা যায়। আমার পক্ষে সে সুযোগ টাও এবার নেয়া সম্ভব হবে না। কারন, আমাকে কাজে আসতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায়মনকে বললাম, না, কোথাও যাচ্ছি না। এবার সাট-ডাউনের সময় ইমারজেন্সী স্ট্যান্ডবাই হিসাবে আমাকে অফিসে আসতে হবে। তোমাদের সাট-ডাউন হবে না? পাল্টা প্রশ্ন করি সায়মনকে।

হবে। তবে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে ইমারজেন্সির কোন ব্যাপার নেই। তাই সাট-ডাউনের সময় কেউই থাকবেনা। আমি দু সাপ্তাহের ছুটি নিয়েছি। এবার ছুটির সময়টা বাবা-মার সাথে তাসমেনিয়ায় কাটাবো।

আমি কাপে কফি ফেলে গরম পানি ঢালছি। এমন সময় সায়মনের আবার প্রশ্ন।

হাবিব, আমাকে একটু সাহায্য করতে পারবে?

কেন পারব না? ব্যাপারটা কি?

আমার ছুটির সময়টায় আমার গোল্ডফিশ টার একটু যত্ন নিতে পারবে?

অবশ্যই পারবো।

তোমার কষ্ট হবে।

না না, এ আর কষ্ট কিসের। এ নিয়ে তুমি আর চিন্তা করো না।

তোমাকে যে কি বলে ধন্যবাদ দেব, বুঝতে পারছি না হাবিব। সায়মন বিনয়ে গলে পড়ে।

-২-

চব্বিশে ডিসেম্বর সকালে সায়মন ওর মাছের গোল বাটিটা নিয়ে হাজির আমার টেবিলে। সাথে মাছের খাবারের কৌটা আর জল শোধনের অষুধের শিশি। স্বচ্ছ কাচের বাটিটা অর্ধেক ভরা টলটলে পানিতে। তার মাঝে সাঁতার কাটছে প্রায় দু-ইঞ্চি দৈর্ঘের একটা গোল্ডফিস। মাছটার উপরের দিকটা কমলা আর পেটের দিকটা হলুদ রঙের।

সায়মন আমাকে পনর-বিশ মিনিট ধরে কি করে মাছকে খাওয়াতে হবে, কি করে মাছের পানি বদলাতে হবে, এসব নিয়ম কানুনগুলো শিখিয়ে দিলো।

দেখো, আদর করে মাছকে আবার বেশী খাবার দিয়ে বসো না। তবে পানি তাড়াতাড়ি নোংরা হয়ে যাবে আর নোংরা পানিতে মাছেরও কষ্ট হবে।

না না, বেশী দেব না।

দুঃখিত, তোমার উপর একটা ঝামেলা চাপিয়ে দিলাম।

না না, এটা কোন ঝামেলাই নয়। বরং খ্রীষ্টমাসের জন-মনুষ্যহীন অফিসে আমার এক জন সঙ্গী পেলাম, সে জন্য তোমারই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

-৩-

দেখতে দেখতে ছুটির তিন দিন কেটে গেলো। খ্রীষ্টমাসের ছুটি বলে কাজ কর্মের তেমন চাপ নেই। আমি টুকটাক কাজ করি আর মাছটার কান্ডকারখানা দেখি। সকালে অফিসে এসে টেবিলে বসলেই মাছটা কাঁচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। যেন বলে, সুপ্রভাত। ওর সোনালী লেজ নড়তে থাকে বাতাসে উড়া পতাকার মত। খাবারের কৌটা হাতে নিলেই বুঝতে পারে, খাবার আসছে। পানির উপর ছোট্ট মাথা তুলে যেন বলতে থাকে, দাও দাও, খাবার দাও। খাবার দিলেই একটু খেয়ে এক চক্কর সাঁতার কেটে নেয়, বাটির কিনারা ঘেষে। তারপর কৃতজ্ঞতাভরা চোখে তাকিয়ে থাকে আমার দিকে। মনে হয় বলছে, থ্যাঙ্ক ইউ। দেখতে দেখতে মাছটার প্রেমে পড়ে গেলাম আমি।

বাসায় গিয়ে রোজ গোল্ডফিশের গল্প করি। মাছটা কেমন করে খাবার খায়, কেমন করে মাথা উঁচু করে তাকায়, এ সব। আমার আট বছরের মেয়ে মুনা চোখ বড় বড় করে গল্প শুনে। সেদিন রাতে খেতে বসেছি।

মুনা হঠাৎ করে বলে উঠলো, বাবা, আমি তোমার সাথে কালকে তোমার অফিসে গোল্ডফিস দেখতে যাবো।

গেলে আসবি কি করে? আমার তো ফিরতে ফিরতে সেই বিকাল।

আমি তোমার সাথে সারাদিন থাকবো।

এতক্ষন থাকবি কি করে।

কেন, আমি স্কুলে সারাদিন থাকিনা?

তখন তো ব্যাস্ত থাকিস ফ্রেন্ডদের নিয়ে। তাই কেমন করে সময় কেটে যায়, তা টের পাস না। এতক্ষন আমার অফিসে একা একা থাকলে, তোর বোরিং লাগবে।

না না, লাগবে না। আমি গল্পের বই আর কালারিং পেন্সিল নিয়ে যাবো।

ঠিক আছে, তোর যখন ইচ্ছে, তবে যাস।

পরদিন অফিসে গেছি। আমার তত্বাবধানে মুনা পানি পরিষ্কার করলো, মাছকে খাবার দিলো, তারপর মাছের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসে অপলক তাকিয়ে থাকলো মাছটার দিকে।

আমি টুকটাক কাজ করলাম কিছুক্ষন। ছুটির পর একটা নতুন প্রজেক্ট শুরু হবে। ওটার টেকনিক্যাল ডিজাইন নিয়ে, কাজে ডুবে গেলাম।

বাবা, মাছটার নাম কি? মুনার হঠাৎ প্রশ্নে চমকে উঠলাম আমি।

নাম? তা তো জানি না। সায়মন তো বলেনি কিছু আমাকে।

নাম ছাড়া ওকে ডাকবো কি করে? ওর তো একটা নাম দরকার।

মুনা, এক কাজ কর না। তুইই ওকে একটা নাম দিয়ে দে।

ঠিক আছে, আমি ওকে একটা নাম দিয়ে দেবো। আমাকে একটু ভাবতে দাও।

মুনা ভাবতে বসলো। আমি আবার কাজে ডুবে গেলাম।

লাঞ্চ ব্রেকে বাপ বেটিতে বাসা থেকে আনা খাবার খাচ্ছি।

বাবা, নিমোর সাথে মিলিয়ে ওর নাম লিমো রাখলে কেমন হয়? মুনার প্রস্তাব।

কোন নিমো? আমার প্রশ্ন।

ওই যে, ফাইন্ডিং নিমো ছবির নিমো। মনে নেই নিমোর কথা?

হ্যাঁ, মনে পড়েছে।

তাহলে ওর নাম লিমোই রেখে দেই? আমার সন্মতির জন্য আমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করলো মুনা।

রেখে দে।

খাবার পরে মুনা তার কালারিং বাক্স নিয়ে বসলো। সাদা কাগজে রঙ্গীন পেন্সিল দিয়ে একটা মাছের ছবি আঁকলো। ছবিটার পাশে সুন্দর করে লিখলো, লিমো। তারপর কাগজটা মাছের বাটির পাশে রেখে দিলো।

-৪-

দেখতে দেখতে দ্বিতীয় সাপ্তাহও শেষ হয়ে গেল। আজ শুক্রবার। সোমবার সায়মন আসবে, লিমোকে আবার নিয়ে যাবে। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেলো।

পরের সাপ্তাহে সোমবারে যথারীতি অফিসে এসেছি। মাছের পানি বদলালাম, খাবার দিলাম। সায়মন একটা চক্কর দিয়ে লিমোকে দেখে গেলো।

ভীষন ব্যাস্ত আছি হাবিব। এখন একবার সাইটে যেতে হবে। মাছটাকে আরেকটা দিন রাখতে কি তোমার অসুবিধা হবে?

না না, অসুবিধা কিসের। চিরস্থায়ীভাবে রাখতেও আমার অসুবিধা নেই।

সায়মন চলে গেলো। আমি আবার কাজে ব্যাস্ত হয়ে পড়লাম। দেখতে দেখতে দিনটা কেটে গেলো। কাজের শেষে বাড়ী যাবার পালা। রোজকার মত মাছটাকে বললাম, হ্যালো লিমো, গুড নাইট। কিন্তু মাছটা অন্য দিনের বাটির সামনের দিকে এসে লেজ নেড়ে সাড়া দিলনা, ঝিম মেরে বসে পিট পিট করে তাকাতে লাগলো আমার দিকে।

আমি বললাম, কিরে লিমো, মন খারাপ?

কিন্তু এর পরেও লিমো অনড় হয়ে বসে রইলো ওর যায়গায়।

পরদিন সকালে এসে দেখি, মাছের বাটির পানিটা কিছুটা ঘোলাটে। কালকের দেয়া খাবারটা বাটির তলায় পড়ে আছে। কালকে তো অন্য দিনের তুলনায় বেশী খাবার দেয়া হয়নি। তবে বাটির নীচে খাবার পড়ে আছে কেন? মাছটা কি খাবার খায়নি? ঘন্টা খানেক কেটে গেল। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, পানির উপরের দিকে মাথাটা তুলে খাবি খাচ্ছে লিমো। ভাবলাম, পানি ঘোলা হয়েছে বলে হয়তো মাছটার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

তাড়াতাড়ি করে পানি বদলে দিলাম। এর পরেও লিমোর অবস্থার কোন উন্নতি হল না।

সায়মন, তোমার মাছটার অবস্থা সুবিধার নয়। একটু আসতে পারবে? সায়মনকে ফোনে বললাম আমি। সাথে সাথেই সায়মন ওর ডেস্ক থেকে এসে ভাল করে তাকিয়ে দেখলো মাছটাকে।

হাবিব, ওর আয়ু বোধহয় শেষ। দুপুর পর্য্যন্ত টিকবে কিনা সন্দেহ। ওকে নিয়ে ভেবোনা। আমি একটু সাইটে যাচ্ছি। দুপুরের পর ফিরে আসবো। তখন দেখা যাবে।

সায়মন চলে গেলো। আমি কাজে মন বসাতে পারলাম না। একটু পর পর দেখি লিমোকে। খাবি খেতে খেতে এক সময় ও স্থির হয়ে গেলো। তারপর ধীরে ধীরে কাত হয়ে তলিয়ে গেলো বাটির তলায়। বুঝলাম, লিমো আর নেই। মন মরা হয়ে বসে থাকলাম আমি।

দুপুরের পর সায়মন এলো। আমার মন মরা ভাব দেখে বললো,

হাবিব, অফিসে এটা আমার চতুর্থ মাছ। কোন মাছ চৌদ্দ-পনর মাসের বেশী বাঁচে নাই। এটাই দেড় বছরের উপর টিকলো। মাছটাকে ওর জীবনের শেষ কটা দিন সঙ্গ দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

সায়মন মাছের বাটিটা হাতে নিলো। তার পর এগিয়ে গেলো টয়লেট রুমের দিকে। ও কি করে দেখার জন্য আমিও পেছন পেছন এলাম।

সায়মন মাছের বাটি থেকে সব পানি ঢাললো বেসিনে। তারপর, বেসিন থেকে মাছটা উঠিয়ে কমোডে ফেলে ফ্লাস করে দিলো। পানির শব্দ হলো সমুদ্র গর্জনের মতো আর মাছটা অদৃশ্য হয়ে গেলো মুহুর্তে। বাটিটা ধোয়ার পর, হাত ধুয়ে নিজের ডেস্কে চলে গেলো সায়মন। আমিও চলে এলাম আমার ডেস্কে।

কিন্তু কাজে মন বসলো না। অন্য দিনের তুলনায় আগে ভাগেই চলে এলাম বাসায়। গিন্নি বললো, কি ব্যাপার, তাড়াতাড়ি ফিরলে যে, শরীর খারাপ নাকি?

না না, শরীর ঠিকই আছে। লিমোর ব্যাপারটা চাপা দিয়ে গেলাম ওর কাছে।

খাওয়া দাওয়ার পর আমি আর মুনা টেলিভিশন দেখছি। গিন্নি রান্না ঘরে হাড়ি-কুড়ি গুছাতে ব্যাস্ত।

বাবা, লিমোকে কি সায়মন আঙ্কেল নিয়ে গেছে? মুনার প্রশ্ন।

লিমো আর নেই মা। আজ দুপুরে ও মারা গেছে।

আমার কথা শুনে কোন কথা বললো না মুনা। টেলিভিশনে ওর প্রিয় অষ্ট্রেলিয়ান আইডল প্রোগ্রাম ফেলে, ধীরে ধীরে উঠে পড়ার টেবিলে গিয়ে বসলো।

আমি টেলিভিশনের সামনে বসে থাকলেও, মনটা পড়ে রইলো লিমোর কাছে। ওর নিশ্চল দেহটা বার বার ভেসে উঠতে লাগলো চোখের উপর। কোন এক মন্ত্র বলে, ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে থেকে টেলিভিশনের পর্দাটা অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আরে ওই তো লিমো। ব্যাস্ত শহরের নালা নর্দমার স্রোতে গা এলিয়ে ছুটে চলছে সাগরের দিকে। আমি আর মুনা ছুটছি পেছন পেছন। সমুদ্রের কাছে এসে হারিয়ে ফেললাম ওকে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। এখন আমরা দুজন মিলে খুজছি লিমোকে। আমাদের পায়ের কাছে, একের পর এক মুছড়ে পড়ছে প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল ঢেউ।

মুনা ডাকছে, লিমো, লিমো।

মুনা, চল ফিরে যাই। এতো বড় সাগরে কি করে লিমোকে খুঁজে পাবি?

আর একটু দেখি বাবা। আমাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যায় মুনা। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। থামার কোন নাম নেই।

বাবা বাবা। অনেক দূর থেকে ডাকলো মুনা।

কি? চিৎকার করে জবাব দিলাম আমি।

দেখে যাও বাবা, দেখে যাও, বলতে বলতে আমার দিকে ছুটে আসলো সে।

কি দেখবোরে মা? লিমোকে পেয়েছিস?

আসনা বাবা, আসই না। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় সে।

আমাদের পায়ের কাছে এক ঝাঁক মাছ খেলা করছে। দেখ বাবা, ঐ দেখ। একটা মাছের দিকে আঙ্গুল তুলে দেখায় মুনা।

অবাক কান্ড। লিমোই তো। সোনালী লেজ নেড়ে ক্ষেপার মতো ছুটাছুটি করছে সে। আমাদের দেখে মাথা তুলে তাকালো কয়েক বার, একটা চক্কর দিলো আমাদেরকে ঘিরে। তারপর ছুটে চলে গেলো অন্য মাছগুলোর কাছে।

কাঁচের জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে, বিশাল সাগরে ও ওর বন্ধুদের সাথে বেশ আনন্দেই আছে।

সিডনী, ২ মে, ২০১০